নাইকোসহ বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানি তাড়াও

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

টেক্সেরিলা ও আউটের জন্য দায়ী নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় ও দেশ থেকে নাইকোকে বহিষ্কার, উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (PSC) বাতিল করা ও দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবীতে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল-এর দেশব্যাপী প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে মুক্তি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উদ্যোগে গত ১৮ ই জুলাই বিকাল ৪.৩০ টায় ঢাকায় মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মুক্তি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য উজ্জ্বল বালো। সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন মুক্তি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সম্পাদক কমরেড ফয়জুল হকিম, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নেতা ফরহাদ হোসেন, নিকো চাকমা, সেলোয়ার হোসেন, মুকুল কান্তি দাস প্রমুখ। বক্তারা বলেন, দেশের তেল-গ্যাস সম্পদ বিদেশী লুটেরা বহুজাতিক কোম্পানীর লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে আশির দশকে। তারা বলেন, সুনামগঞ্জের টেক্সেরিলা ও আউট (গ্যাস বিস্ফোরণ) এর জন্য দায়ী নাইকোর কাছ থেকে ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত চার দলীয় জোট সরকার কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করেনি এবং কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কমরেড ফয়জুল হকিম বলেন, ১৯৯৭ সালের ১৪ই জুন সিলেটের মাগুরছড়ার বেন আউটের জন্য দায়ী মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল কয়েক হাজার কোটি টাকার গ্যাস ধ্বংস করে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়েই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই কাজে সহায়তা করেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। তিনি নাইকোসহ সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীগুলোকে দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং দেশের শাসন ক্ষমতা থেকে বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীর কমিশনভোগী সাম্রাজ্যবাদের দালাল লুটেরা সম্প্রসারণ শাসক শ্রেণীকে গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে উচ্ছেদ করার সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, নির্বাচনীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিগত নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে যেমন জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়নি, আওয়ামী লীগ সহ ১৪ দল প্রস্তাবিত জাপানেখার মাধ্যমেও জনগণের হাতে ক্ষমতা আসবে না। শ্রমিক-কৃষক সহ সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না। তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ১৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল গুলিস্তান ঘুরে পল্টনস্থ কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

মহালছড়িতে জেএসএস সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে উমো বিহারী খীসা নিহত: ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ঢাকা প্রতিনিধি

গত ৫ জুলাই ২০০৫ মহালছড়ি কেরেঙ্গাছড়ায় জেএসএস সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে উমো বিহারী খীসা নিহত হওয়ার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএস সি' তে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক নিকো চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক অংগ্য মার্মা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জেএসএস প্রতিনিয়ত এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ও জাতীয়তাবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে। উমো বিহারী খীসাকে হত্যার মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে, জেএসএস একটা সন্ত্রাসী বাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণের উপর সরাসরি গুলিবর্ষণের মাধ্যমে জেএসএস-এর সাম্প্রদায়িক লেজুড়বৃত্তি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে দমানো করার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সরকারের নীল নক্সা বাস্তবায়নের জন্য জেএসএস এখন সরকারের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। বক্তারা এ সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জেএসএস-এর প্রতি ছুশিয়ারী উচ্চারণ করেন এবং উমো বিহারী খীসার হত্যাকারী জেএসএস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার দাবি জানান। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়।

সাজেক-এ বিডিআর এর উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ-এর বিক্ষোভ সমাবেশ

রাঙ্গামাটির সাজেক এলাকার পাহাড়ি জুমচাষীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে।

ঢাকা

সাজেক এলাকার সেনাবাহিনী-বিডিআর কর্তৃক শত শত জুমচাষীকে জুম ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২১ জুলাই ২০০৫ সকাল ১০.৩০ টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি জগন চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা সর্বোত্তম চাকমা ও কাঞ্চনাং মার্মা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, গত ২৩ শে জুন থেকে বাঘাইছড়ির সাজেক ইউনিয়নের চেঙ্গাছড়া, নিউ লংবন, ওয়া লংবন, হাজিমবাড়ী ও শিজক এলাকায় সেনা-বিডিআর কর্তৃক যৌথ অভিযান চালিয়ে জুমচাষীদেরকে তাদের বসতবাড়ি ও জুমভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে। এসব এলাকার জনগণ এমনিতেই অত্যন্তরীণ উদ্বাস্তু। ১৯৭৯-৮১ সালের দিকে সরকারের জুম জনগণের "ভূমি দখল ও অধিগ্রহণ পুনর্বাসন নীতির" কারণে উদ্বাস্তু হওয়া পরিবারেরও অধিক আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বহু বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে সাজেক এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক ও শারীরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এ এলাকার জনগণ। এ সকল আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হওয়া জুম জনগণের জমি এখন বহিরাগত সেটলারদের দখলে। অথচ অমানবিকভাবে সর্বশেষ অবশিষ্ট এই জুমভূমি থেকেও "সংরক্ষিত বনভূমি" উদ্ধারের নামে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

বক্তারা আরো বলেন, 'সংরক্ষিত বনভূমি' উদ্ধারের নামে এ অভিযান চালানো হলেও মূলত সাজেক এলাকায় বহিরাগত সেটলার পুনর্বাসন করার জন্যই সেনা-বিডিআর সদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করছে। বক্তারা সেনা-বিডিআর কর্তৃক এ অমানবিক উচ্ছেদ অভিযান অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ধারাবাহিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনর্বিবেচনার দাবী পুরণের শর্তে ইউপিডিএফ-এর সাথে আলোচনার বসার আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বনানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়।

অপরদিকে, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, বাঘাইছড়ি সাজেক এলাকায় সেনা-বিডিআর কর্তৃক পাহাড়িদের নিজ ভাষা ভূমি থেকে উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে গত ২৭ জুন ২০০৫ গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে বিকাল ৪.৩০টায় এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপংকর চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক অলিমা দেওয়ান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর ঢাকা ইউনিটের প্রতিনিধি লিপু চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক লিজে চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা।

সমাবেশ শেষে মুক্তাঙ্গন থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাহবাগে এসে শেষ হয়।

চট্টগ্রাম

ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিট গত ২২ জুলাই রাঙ্গামাটির সীমান্তবর্তী কিরাণ্ড এলাকা সাজেক-এ বিডিআর কর্তৃক পাহাড়ি উচ্ছেদ ও সেখানে সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

শহীদ মিনারে দুপুর ২টায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিটের সমন্বয়ক জ্ঞান জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি ফুলন লাল ত্রিপুরা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সদস্য জনার্দন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য রুবু, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সেনালী চাকমা, ইউপিডিএফ বাঘাইছড়ি প্রোটিন অভিযুক্ত ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য অলোক চাকমা।

বক্তারা সাজেক এলাকায় বিডিআর কর্তৃক গরীব জুমিয়া পরিবারের উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা জানান ও অবিলম্বে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করে উচ্ছেদকৃত পরিবারকে পুনর্বাসনের দাবি জানান। উক্ত অভিযানকে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, সরকারের এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে ঐ এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হবে, খাদ্য ঘাটতি সহ বন্যার সম্ভাবনা দিনেদিনে উদ্ভব হবে যাবে এবং সর্বোপরি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাহাড়ী জাতিগোষ্ঠীসহ বহুসংখ্যক হাজার পাহাড়ি উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

বক্তারা বলেন, সাজেক এ বসবাসরত বহু পরিবার ইতিপূর্বে পানছড়ি, দিঘীনালা ও বাঘাইছড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনা নির্যাতনের কারণে উচ্ছেদ হয়েছিলো। তাদের বক্তব্যের মতে জায়গা আর কোথাও নেই। নিরুপায় হয়ে তারা জুম চাষ করতে বাধ্য হয়েছেন। নেতৃবৃন্দ অনেককে ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের দাবি জানান।

বক্তারা হুশিয়ারি করে দিয়ে বলেন, যে কোন মূল্যে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে।

সমাবেশের পর একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। চার শতাধিক নারী পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি নিউ মার্কেট, কোতোয়ালী ও লালদীঘি হয়ে আবার শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

বাঘাইছড়ি

১৫ জুলাই ইউপিডিএফ বাঘাইছড়ি জেলা ইউনিট সাজেক এলাকায় বিডিআর এর উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। দুই হাজার নারী পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেন।

মহালছড়িতে শেলা সন্ত্রাস সমাবেশে যোগ দিতে আসা চেঙ্গাছড়ার একটি জিপ আটকায় এবং এক ব্যক্তিকে আটক করে।

সমাবেশের আগে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পুলিশ মিছিলটি স্টেডিয়াম থেকে বাজারের দিকে যাওয়ার পথে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে ও পরে ক্রেশী স্কোয়ারে আটকায়। তারা মিছিলটিকে শাপলা চত্বর পর্যন্ত যেতে দিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

সেখানে অবস্থানরত একজন পুলিশ অফিসার জানান তাকে আমিরের তরফ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন মিছিলটিকে শহরের কেন্দ্রস্থলে যেতে না দেন।

পরে ইউপিডিএফ স্থানীয়ভাবে এক সমাবেশের আয়োজন করে। ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিটের সংগঠক অলিমেষ চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহসাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা। সভা পরিচালনা করেন উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা।

বক্তারা সাজেক অঞ্চলে সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিডিআর কর্তৃক পাহাড়িদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা জানান। তারা অবিলম্বে এই বর্বরতা বন্ধ করে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানান। সরকারকে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, এটা করা হলে সেখানে ধারাবাহিক ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং পাহাড়ি জাতিসহ বহু সংখ্যালঘু পরিবার তাদের জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ হবে।

নেতৃবৃন্দ যে কোন মূল্যে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে বলে সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখার ১৫ সদস্যের কমিটি গঠিত

গত ২৯ জুলাই বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদু ক্যাফেটেরিয়ার এক আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাহিদুল মান্না কে সভাপতি, সুপ্রীয় জ্যোতি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং শাখন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক দায়িত্ব দিয়ে ১৫ সদস্যের এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠনের পূর্বে "সার্বজনীন জুম জনগণের মুক্তির জন্য জুম সমাজ এগিয়ে আসুন" শিরোনামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সুপ্রীয় জ্যোতি চাকমা। বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দেবী মণিকা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি জগন চাকমা, যুব নেতা জাহিদুল মান্না, ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি লিপু চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা। সভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত সেনা নির্যাতন ও জুম জনগণের ভূমি বেদখল করে বহিরাগত বসতি সম্প্রসারণের প্রতিবাদ জানান।

সম্প্রতি সাজেক এলাকায় সেনা-বিডিআর কর্তৃক শতশত জুম চাষীকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের ঘটনাকে নেতৃবৃন্দ সরকারের চরম সাম্প্রদায়িক ও উগ্রজাতীয়তাবাদী নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেন।

সভায় বক্তারা বর্তমান পাহাড়ি যুব সমাজের মধ্যে সামাজিক অবক্ষয়- সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বিপরীতে প্রগতিশীল চেতনা সৃষ্টিতে যুব ফোরাম ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। সভা পরিচালনা করেন মাইকেল চাকমা।

আলোচনা সভা শেষে মিঠুন চাকমার সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে উপস্থিত সভার সম্মতিতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখা গঠন করা হয়। এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিবর্গকে কমিটিকে পথ দেখার পরামর্শ জানান।

সংখ্যালঘু বিতাড়নের সরকারী নীল নক্সার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান"

শেলানকে সামনে রেখে দীঘিনালার বাবুছড়ায় প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সাইরেন চাকমা, *দীঘিনালা থেকে*

গত ৭ই জুন, মঙ্গলবার, বেলা ১২.৩০ টায় বাবুছড়া মুখ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউপিডিএফ দীঘিনালা ইউনিটের উদ্যোগে "সংখ্যালঘু বিতাড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান" শেলানকে সামনে রেখে পাহাড়ি উচ্ছেদ সেনা-বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন, বহিরাগত পুনর্বাসন, ভূমি বেদখল ও অন্যান্য সরকারী দমন পীড়নের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশ শুরুর আগে বাবুছড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে বাবুছড়া বাজার পর্যন্ত এক প্রতিবাদ র‍্যালী বের করা হয়।

র‍্যালী শেষে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সমাবেশ আরম্ভ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন দীঘিনালা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সমর বিজয় চাকমা, শরণার্থী কল্যাণ কমিটির প্রতিনিধি সুধিরা চাকমা, দীঘিনালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক দুই চেয়ারম্যান শাকামুনি চাকমা ও পুষ্পকান্তি চাকমা, বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার গোপালেন্দু চাকমা, ৫০ নং বাঘাইছড়ি মৌজার হেডম্যান সত্যেন্দ্রিয় চাকমা, বিশিষ্ট মুরুব্বী জ্যোতির্ময় চাকমা ও ইউপিডিএফ দীঘিনালা ইউনিটের প্রধান সমশান্তি চাকমা প্রমুখ।

সম্প্রতি বাঘাইছড়িতে (দীঘিনালা মৌজাধীন) পাহাড়িদের ভূমি বেদখল করে বিডিআর হেডকোয়ার্টার স্থাপনসহ অন্যান্যের বিভিন্ন মৌজায় বহিরাগত বাঙালী সেটলার পুনর্বাসন করার সরকারী সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন এবং সরকারের এ নীল নক্সা বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দেন।

ইউপিডিএফ দীঘিনালা ইউনিট প্রধান বলেন, আজ ৭ই জুন পার্টি এমন একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে যে কর্মসূচীতে সকলের নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হওয়া উচিত ছিল। অথচ এ কর্মসূচী বানচাল করে দেয়ার জন্য নানাভাবে ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছে। জেএসএস এ কর্মসূচীকে তীব্র বিরোধিতা করছে। জেএসএস প্রকৃত জনগণের কাজ করলে এ ধরনের কর্মসূচীর বিরোধিতা করতে পারে না।

সমাবেশ পরিচালনা করেন দীঘিনালা ইউনিটের সাইরেন চাকমা ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মাও সেতুং চাকমা।

ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠন সমূহের ৯ম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ জুলাই থেকে ২রা আগষ্ট তিনদিনব্যাপী ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ৯ম কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা।

এতে সভাপতিত্ব করেন, ইউপিডিএফ-এ আহ্বায়ক প্রদীপ বিকাশ খীসা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় সদস্য রবি শংকর চাকমা, জ্ঞান জ্যোতি চাকমা, জাহিদুল মার্মা, অলিমেষ চাকমা, সদ্য কারামুক্ত মনীশ খীসা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে দীপংকর চাকমা ও মিঠুন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে জগন চাকমা ও দীপংকর ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সেলালী চাকমা ও অন্তরিকা চাকমাসহ বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি বৃন্দ।